অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

# নির্বাচন কমিশন
# বাংলাদেশ
# নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩.৪৮৪

তারিখঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
০১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

ফ্যাক্স : ৯১৮০৭৮২

ই-মেইল : mihir_sm@yahoo.com

ওয়েব সাইট : www.ecs.gov.bd

ফোন : ৯১৮০৬৫৩ (অফিস)

প্রেরক : **মিহির সারওয়ার মোর্শেদ**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

প্রাপক : ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ও রিটার্নিং অফিসার
২। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক, ....................................(সকল)
ও
রিটার্নিং অফিসার

## পরিপত্র-৭

**বিষয় : দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা দাখিল ও হলফনামার তথ্যসমূহ বাছাই**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(৩বি) অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সকল প্রার্থীকে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামার মাধ্যমে ৮টি তথ্য ও কোন কোন তথ্যের সপক্ষে কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা যথাযথভাবে দাখিল করা হয়েছে কিনা এবং হলফনামার তথ্যসমূহ যথাযথ কিনা রিটার্নিং অফিসার তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য ৮ দফা তথ্য প্রদানের বিষয়ে নিম্নে বিস্তারিতভাবে দেয়া হলোঃ

(১) প্রার্থী কর্তৃক অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটসহ উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম (এ ঘর খালি রাখা যাবে না, কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে নিরক্ষর, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, অষ্টম শ্রেণী পাশ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। তবে বাস্তবে এমনও হতে পারে যে সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট কোন প্রার্থীর কাছে নেই। সেক্ষেত্রে সর্বশেষ যোগ্যতা এমএ তবে সময়াভাবে তা সংগ্রহ করতে না পারায় বিএ পাশের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করা হলো);

(২) প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলা আছে কিনা;

(৩) অতীতে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে তার রায় কি ছিল? (প্রার্থী সকল তথ্য প্রদান করবেন এটাই প্রত্যাশিত। তবে অতীতের মামলা সংক্রান্ত, বিশেষ করে অনেক পুরনো হলে, বিশদ তথ্য প্রার্থীর কাছে সঙ্গত কারণেই নাও থাকতে পারে। তাই চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়ে গেছে, বা খালাস পেয়েছেন এমন ক্ষেত্রে বিশদ তথ্য না দিতে পারার কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হবে না। তবে দন্ডিত হয়ে থাকলে এবং তা উল্লেখ না করার বিষয় প্রমাণিত হলে মনোনয়নপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না);

(৪) পেশার বিবরণী (বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে);

(৫) আয়ের উৎস বা উৎসসমূহ;

(৬) প্রার্থীর নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায় এর বিবরণী (উল্লেখ্য যে, যদি কোন প্রার্থী আয়কর দাতা হন এবং তিনি তাঁর রিটার্ন ও সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন তবে এ ঘরে সে তথ্য উল্লেখ করে বিস্তারিত বিবরণ না দিলেও গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ আয়কর রিটার্নের সাথে দেয়া সম্পদ বিবরণীতে সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ থাকে। আয়কর রিটার্নের কপি গেজেটেড কর্মকর্তা/আয়কর আইনজীবীর মাধ্যমে প্রত্যয়ন করলেও গ্রহণযোগ্য হবে);

(৭) ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা এবং থাকলে ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং এর কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হয়েছিল সে সংক্রান্ত তথ্যাদি (ইতোপূর্বে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলেই কেবল এটি প্রযোজ্য হবে। কোন প্রতিশ্রুতি না থাকলে 'প্রতিশ্রুতি নেই' অথবা 'অর্জন নেই' ইত্যাদি লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে);

(৮) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী কর্তৃক একক বা যৌথভাবে বা প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ।

২। **মনোনয়নপত্রের সাথে হলফনামা ও অন্যান্য কাগজাদি দাখিলঃ** জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রত্যেক মনোনয়নপত্র দাখিলকারীকে রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্রের সাথে ০৮টি তথ্য সম্বলিত হলফনামা, সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-২০ অনুসারে), সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয় বিবরণী (ফরম-২১ অনুসারে) দাখিল করতে হবে। সেই সাথে প্রার্থী আয়কর দাতা হলে সর্বশেষ (সর্বশেষ করবর্ষ ২০১২-২০১৩) দাখিলকৃত রিটার্ন এবং কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি অবশ্যই দাখিল করতে হবে। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে খোলা ব্যাংক একাউন্টের নাম ও নম্বর মনোনয়নপত্রের নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মনোনয়নপত্রের সাথে প্রদত্ত হলফনামার নমুনা অনুসারে ২০০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অথবা যেক্ষেত্রে নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প দুষ্প্রাপ্য হয় সেক্ষেত্রে ২০০/- কোর্ট ফি সংযোজন করে নোটারী পাবলিক বা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হলফনামা সম্পাদন করে সংযুক্ত করতে হবে। দাখিলকৃত হলফনামার তথ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তথ্য প্রদানের সুবিধার্থে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাবে। যদি কোন প্রার্থী হলফনামা দাখিল না করেন বা দাখিলকৃত হলফনামায় কোন অসত্য তথ্য প্রদান করেন বা তথ্য গোপন করেন বা হলফনামায় উল্লিখিত তথ্যের সমর্থনে যথাযথ প্রমাণাদি দাখিল না করেন তাহলে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা যাবে। হলফনামা ও অন্যান্য তথ্যাদি মনোনয়নপত্র জমাদানের দিন থেকে সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং এ তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে। কাজেই প্রার্থী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল তথ্য দিলেও তথ্য প্রকাশের পর তার দায় এড়াতে পারবেন না।

৩। **হলফনামাসহ ফটোকপি সরবরাহঃ** প্রার্থীর মনোনয়নপত্রের সাথে মূলকপিসহ ০২(দুই) কপি অতিরিক্ত ফটোকপি করে হলফনামা, সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী, সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয় বিবরণী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। এজন্য হলফনামার একটি মূল কপি ও দু'টি ফটেকপি জমা দিতে হবে। উক্ত ০৩ কপি হলফনামার মধ্যে মূল কপিটি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে, ০১ কপি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে টাংগিয়ে দিতে হবে এবং বাকি ০১ কপি থেকে বিভিন্ন এনজিও, সংবাদ মাধ্যম, সুশীল সমাজ বা অন্য কোন ব্যক্তি ফটোকপি করে নিতে পারবেন। এনজিও, সংবাদ মাধ্যম, সুশীল সমাজ বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ফটোকপি নিজেরাই করে নেবেন। তবে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থীদের হলফনামা যে উল্লিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রদান করা হবে তা পূর্বেই মনোনয়নপত্র দাখিলকারী প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে প্রার্থীদেরকে ০৩ কপি মনোনয়নপত্র দাখিল করার প্রয়োজন নেই। মনোনয়নপত্র ০১ কপি দাখিল করলেই চলবে।

৪। **কাউন্টার এফিডেভিট:** প্রার্থী ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের সামনে হলফনামার মাধ্যমে সত্য তথ্য প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন। অতএব তিনি কোন ভুল তথ্য দিলে তার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এ কারণে কোন ব্যক্তি যদি এই মর্মে অন্য একটি শপথনামা প্রদান করেন যে প্রার্থীর প্রদত্ত তথ্য যথার্থ নয় এবং তিনি তার সমর্থনে দালিলিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করতে পারেন, তবে তা কাউন্টার এফিডেভিট হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এবং কোন ব্যক্তি কাউন্টার এফিডেভিট প্রদান করলে তাকে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হবে। রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এরূপ কাউন্টার এফিডেভিট বিবেচনায় নেবেন।

৫। **হলফনামার তথ্যাবলী প্রচার :** হলফনামার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাদি লিফলেট আকারে ভোটারদের মাঝে প্রচার করতে হবে। লিফলেট উপজেলার হাট-বাজারে বা অন্য জনাকীর্ণ স্থানে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। অধিকন্তু এ সব তথ্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটেও প্রকাশ করা হবে। প্রচার ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

(ক) মনোনয়নপত্র দাখিল করার সাথে সাথে হলফনামা, সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-২০), সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয় বিবরণী (ফরম-২১), আয়কর রিটার্ন ও কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের অনুলিপি স্ক্যান করে পিডিএফ ফাইলরূপে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে Candidate Management System (CMS) এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক SEMB প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট হতে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলোর কর্মকর্তাসহ অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদত্ত ৮টি তথ্য সম্বলিত লিফলেট নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ছক অনুযায়ী সাদা কাগজে তৈরি করতে হবে এবং তা পরিপত্রের সংলগ্নীরূপে সংযোজন করা হলো (পরিশিষ্ট-ক)। এ ছক তৈরিতে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা সহায়তা করবেন।

৬। **মনোনয়নপত্র বাছাইকালে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধির উপস্থিতি:** মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের সময় যাতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি ঋণ খেলাপীদের তথ্য, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী মামলা সম্পর্কিত তথ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি আয়কর রিটার্নের তথ্য, ঠিকাদার বা আর্থিক সংশ্লেষ আছে এমন ব্যক্তিদের তথ্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগর রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাকে ইতোমধ্যে অবহিত করা হয়েছে। মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষার সময় তাদের প্রদত্ত তথ্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে মনোনয়নপত্র গ্রহণ/বাতিলের সিদ্ধান্ত করতে হবে।

৭। বর্ণিত অবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ে যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

০১-১২-২০১৩

**(মিহির সারওয়ার মোর্শেদ)**
উপ-সচিব
নির্বাচন পরিচালনা-১

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.১৩.৪৮৪

তারিখঃ ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ
০১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
২. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়/জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৫. সচিব (আপন/জন বিভাগ), রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. সচিব,.......................................................................... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৭. মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)/আনসার ও ভিডিপি/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
১১. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/বরিশাল/সিলেট/রংপুর

১২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ......................................................(সকল রেঞ্জ)
১৩. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, ................................................(সকল)
১৪. যুগ্ম-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৫. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৭. জেলা প্রশাসক, ....................................................................(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার
১৮. পুলিশ সুপার, ..........................................................................(সকল)
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ......................................................(সকল)
২০. উপ-সচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২১. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, .....................(সকল)
২২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, .........................................................(সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৩. .............................................................................................ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৪. জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার ও ভিডিপি, .............................................(সকল)
২৫. জেলা তথ্য অফিসার, ...............................................................(সকল)
২৬. একান্ত সচিব, মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার, মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, .......................................................(সকল)
২৮. অফিসার ইনচার্জ, ......................................................................(সকল)
২৯. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।


**(মোঃ ফরহাদ হোসেন)**
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় শাখা-১
ফোনঃ ৯১৮০৭৮৪

## গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩বি) অনুসারে প্রার্থী হলফনামার মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যাবলী

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম: ..........................................

ক। **প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা:** ..........................................

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা:

(২) বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত কিনা?

(৩) অতীতে কোন ফৌজদারী মামলা হয়েছিল কিনা? হলে মামলার ফলাফল কি?

(৪) পেশা/জীবিকা:

(৫) আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

(৬) ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা? থাকলে জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণে কোন ভূমিকা ছিল কিনা?

(৭) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী:

(ক) স্থাবর সম্পত্তি

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি

(গ) দায়-দেনাসমূহ

(৮) ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী:

ক। **প্রার্থীর নাম ও ঠিকানা:** ..........................................

(১) শিক্ষাগত যোগ্যতা:

(২) বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত কিনা?

(৩) অতীতে কোন ফৌজদারী মামলা হয়েছিল কিনা? হলে মামলার ফলাফল কি?

(৪) পেশা/জীবিকা:

(৫) আয়ের উৎস/উৎসসমূহ:

(৬) ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন কিনা? থাকলে জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি পূরণে কোন ভূমিকা ছিল কিনা?

(৭) প্রার্থী ও প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের সম্পদ ও দায়-দেনার বিবরণী:

(ক) স্থাবর সম্পত্তি

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি

(গ) দায়-দেনাসমূহ

(৮) ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী: